কীর্তন-মালা

(তৃতীয় খণ্ড ঃ রাখুৱাল বারো উদূখল)

শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী

কচুধরম

চেংকুড়ি, শিলচর—৭৮৮০০৭

কীর্ত্তন-মালা

(তৃতীয় খণ্ড ঃ রাখুরাল বারো উদূখল)

শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী
কচুধরম
চেংকুড়ি, শিলচর—৭৮৮০০৭

Kirtan-Mala (vol. 3)
By
Dr K.P. Sinha. M.A., Ph. D., D. Lit.

পইলা সংস্করণ :
১১ নবেম্বর, ১৯৮৮ ইং
শ্রী ভুবনেশ্বর সাধুঠাকুরর জন্মতিথি

প্রকাশনাত :
অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী.
কচুধরম
পোঃ চেংকুড়ি, শিলচর — ৭৮৮০০৭
জিঃ কাছাড়, আসাম

ছাপানিত :
মা-প্রিন্টার্ছ
মালিগাওঁ, গৌহাটী — ৭৮১০১২

দাম :
রূপা : ৮'০০ হান

দয়া করিয়া এপেইর শুদ্ধ রূপ এহানি সংশ্লিষ্ট অশুদ্ধ রূপ উহানির কামে লাগাদিয়া কাগজ এহান ছিড়িয়া বেলাদিবাঙ—

পৃষ্ঠা	এলা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৪	১	শ্রীকৃষ্ণ	কানাই
২	১১	১	(কানাই):	(কানাই)
৪	১৭	১	মন্দরাণী	নন্দরাণী
৫	২২	১	মন্দরাজ	নন্দরাজা
৫	২২	৭	আছে	অ'ছে
৭	২৬	১০	পাড়ের	পড়ের
৮	৩০	১	কোকিলে যেন ইমারে	কোকিল-সুরে মধুর
২৪	৩	৯	থামি	খানি
২৫	৮	৭	নারন্দু	[illegible] নুইন্দু

*. দ্রষ্টব্য : এ লেখকর ' আধুনিক রাস বারো কীর্তনর ধারা'
—নাঙর প্রবন্ধ ।

সূচীপত্র

॥ গোষ্ঠ লীলা বা রাখুরাল ॥

১। গৌরচন্দ্র : গোরাচান্দ আজি ভাবে বিভোর অইয়া।
ঘনে ঘনে ডাক দের 'শ্রীদাম' বুলিয়া ॥
'সুবল' বুলের ক্ষণে ক্ষণে 'বসুদাম'।
মাতের মেরাকে 'কই দাদা বলরাম ?'
'ধবলী শাবলী' বুলে ডাহের মেরাকে।
বহের নয়ন-ধারা প্রেমর পুলকে ॥
লম্ফে ঝম্ফে দের ভঙ্গি গেণ্ডুরা খেলার।
গোরার পড়েছে মনে গোষ্ঠর বিহার ॥

(নন্দভবন)

২। নন্দরাণী : বেলা নিকুলিল উঠে বাছাধন;
ক্ষীর নবনী খা নীলমণি।
উঠে প্রাণ-ধন পরাণ-রতন,
তোরকা থদেছু ক্ষীরননী ॥

৩। উঠে বাছা নীলমণি
মোর প্রাণ-যাদুমণি।
ঘুমর আবেশ বেলা
খাহে বাছা ক্ষীরননী ॥

৪। শ্রীকৃষ্ণ : দে দে ওমা নন্দরাণী, দেনে মোরে ক্ষীরননী।
ইমা তোর ননীকাজে আহেছুতা মি এ ব্রজে ॥

৫। নন্দরাণী : খাও বাছা মোর নীলমণি।
ইমার পরাণ যাদুমণি ॥
দিয়ো আ'ত বুজে দিতৌ ননী।
খানে বাছা মোর প্রাণমণি ॥

৬। বলরাম : হুনো হুনো ব্রজে যত রাখাল আমার,
অইল সময় চেই গোষ্ঠত যানার।
ত্বরা করে চলো হাবি যশোদা-মন্দিরে,

আনানিত্ত গোচারণে প্রাণ-কানাইরে।

৭। শ্রীদাম: হুনহে বলাই দাদা, হাবিও রাখাল

গোষ্ঠত আহেছি, লয়া নিজ-ধেনুপাল।

নন্দর ভবনে আমি আহেছি যানাত

যশোদার মন্দিরেতো কানাই আনাত।

৮। রাখাল: আহো হাবি নন্দর ভবনে।

আনিকগা কানাইরে বনে গোচারণে।।

কানাই আমার প্রাণ হৃদয়র ধন।

কানাই নাহিলে লগে নার গোচারণ।।

৯। আহোহে নন্দর ভবনে;

কানাইরে আনিকগা বনে গোচারণে।

ধেনু নিয়া আজি আমি গিরি গোবর্ধনে,

গেণ্ডুবা খেলেইকগা কদম্বর বনে।

হাজেয়া কানাই ভাই নানাবিধ ফুলে,

খেইকগা বন-ফল বনে বুলে বুলে।

১০। ও কানাই ভাই!

গোষ্ঠত যানার সময় যারগা

ত্বরা করে তিহে আয়।।

ধেনু হাবি চাতা. আছি রহে রহে

আমার বারাদে চেয়া।

রাখাল হাবিও আহেছি হাজিয়া

তোরে নেনাত বুলিয়া।।

১১। (কানাই): কতিও গরব কররতাথাঙ

তি ঘরে বহিয়া থানা।

নিকক্কা নিকক্কা গোষ্ঠর কালে

তোরে ডাহে ডাহে নেনা।

তোর সাদে ইমা নেইতা আমার,

আমি বানা নাপাহিতা?

এবাকা পেয়াউ উরকে ইমার
কুঙগো বহে আছিতা ?
ত্বরা করে আয় ঘিকগা গোষ্ঠত,
হাবিয়ে আছি বাছেয়া।
বেলিয়ো কাইল, ধেনু হাবি চাতা
আছি তোর চেয়া চেয়া ॥

১২। কানাই : (ইমা) সাজাদে সাজাদে মোরে ঘিঙগা মি গোষ্ঠে।
বাছেয়া রাখাল হাবি চাতা আছি পথে ॥
শ্রীদাম সুদাম বারো দাদা বলরাম।
মধুমঙ্গল সুবল আর বসুদাম ॥
হাবিয়ে বাছেয়া আছি মোর বেদে চেয়া।
অনুমতি মোরে ইমা দে দয়া করিয়া ॥

১৩। নন্দরাণী : বাছা নাঘিগা নাঘিগা বনে গোচারণে।
পরাণ নাথার মোর গেলেগা তি বনে ॥
কংসচরে বনে বনে আছি বুলে বুলে।
ভাবিয়া উড়ের প্রাণ বাছা তোর সালে ॥

১৪। নাঘিগা তি বাছাধন আজি গোচারণে।
শূন্য এ জীবন অর গেলেগা তি বনে ॥
অঞ্চলর ধন তোরে বনে এরাদিয়া।
শূন্য ঘরে মি থাইতু কার মুখ চেয়া ?
অন্যে কিবা জানি মোর মহিমা বাছার।
বাছা বিনে অ'র শূন্য এ গৃহ-সংসার ॥

১৫। কানাই : শ্রীদাম সুদাম ভাই, সুবল, দাদা বলাই !
নাডাহিয়ো নাহিতউ আজি গোচারণে।
মোর ইমা যশোমতী নাদিরীহে অনুমতি,
যানা নারুরি ইমার অনুমতি বিনে ॥
ইমার নয়নমণি একেলা মি নীলমণি;

মি নেইলে নাসহের ইমা'র পরাণে।
তুমি করিয়া বিনয় ইমার আদেশ লয়,
ইমা অনুমতি দিলে আহিত্তউ বনে ॥

১৬। রাখাল : ওহে ইমা নন্দরণী!
সাজাদে আমার কানাই-মণি ॥
হাবিও রাখাল আমি আহেছি।
নীলমণি-সালে বাছেয়া আছি ॥
যারগা লালয়া গোষ্ঠর কাল।
চেয়া চেয়া আছি ধেনুর পাল ॥

১৭। নন্দরাণী : নামাত্তি শ্রীদাম আর আজি না ডাহিনে।
প্রাণর গোপাল মোর নাহিতই বনে ॥
আজি নাহিত্তই বনে মোর বাছাধন।
তারে থয়া তুমি আজি করো গোচারণ ॥
একা নীলমণি মোর অঞ্চলর ধন।
তারে বনে এরা দিলে নাথার জীবন ॥
কংস-চর বনে বনে আছি বুলে বুলে।
নাজানু মি কিবা আছে এ মোর কপালে ॥

১৮। রাখাল : নামাত্তি নামাত্তি ইমা গোপালরে দেনে।
(আমি) কানাই নাইলে যানা নারিয়ার বনে ॥
কানাই আমার প্রাণ আমার রতন।
কানু নাইলে নাথার আমার জীবন ॥
কানাইর গুণ ইমা হার নাপাছত।
তা থাইলে নেই কুনো আমার বিপদ ॥
(তারে) পূজা দিতারাহা দেব- দেবী পালে পালে।
কংস-চর-ডর নেই কানাই থাইলে।

১৯। নন্দরাণী : শ্রীদাম যেইগা আজি গোপাল নাহিত্তই।
নীলমণি আজি মোর উরকে থাইতই ॥
গোপাল নাদিত্তৌ বনে আজি গোচারণে।
দারুণ কংসর ডর আজি আছে মনে ॥

স্বপন দেখলু রাতি- ফুরানির কালে ।
নাজানু মি কিবা আছে এ মোর কপালে ॥
কংস-চরর কথা (সদা) অন্তরে জাগের ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া হৃদিগো কাপের ॥
মোর গোপালর কিবা বিপদ আহিলে ।
পরাণ মি এরাদিতৌ যমুনার জলে ॥

২০। শ্রীদাম : হ নোহে রাখাল হাবি, আমি বুজলাঙ ।
অনুনয়ে কানা নার আজি ইমারাঙ ॥
রাজারাঙ গিয়া আমি করিক বিনয় ।
কানুরে তা অনুমতি দিতই নিশ্চয় ॥

২১। রাখাল : ওহে গোপরাজ আজি হুন নিবেদন ।
আহেছি নেনাত গোষ্ঠে নীলমণি ধন ॥
ইমা যশোমতী রাণী নাদিরী বিদায় ।
নীলমণি বিনে নেই আমার উপায় ॥
কানাই আমার প্রাণ হৃদয়-রতন ।
তারে গোষ্ঠে দিয়া থদে আমার জীবন ॥

২২। নন্দরাজ : চিন্তা নাকরিয়ো তুমি, হে ব্রজ-রাখাল ।
গোষ্ঠে আহিতই আজি তুমার গোপাল ॥
হুন রাণী যশোমতী কথাহান মোর ।
নাজানছ কিবা গুণ তোর গোপালর ॥
হাবি জগতর গতি জীবর জীবন ।
ভাগ্যফলে পাছি উরে নীলমণি ধন ॥
লীলাচ্ছলে বৃন্দাবনে আছে অবতার ।
মহিমা বুজানি তার শক্তি আছে কার ॥
নাকরি প্রমাদ তার এ লীলা-খেলাত ।
অনুমতি দিয়া তারে দে গোষ্ঠে যানাত ॥

[নন্দ-উপনন্দ কর্তৃক কৃষ্ণর গুণ বর্ণন]
কানাই হাজেয়া রাণী, যানা দেহে বলে ।
গোপাল হাবির লগে আজি গোচারণে ॥

২৩। সুত্রধারী : কাদিয়া কাদিয়া ইমা গোপালরে লয়া
বেশ হাজাদিরী চান্দ- মুখ চেয়া চেয়া ।
চরণে নুপুর দিলো কিঙ্কিনি কটিতে,
শ্রীকণ্ঠে মালতীমালা, বাজুবন্ধ আ'তে ।
ময়ূর পাখর চূড়া অতি ঝলমল
যতন করিয়া ইমা শিরে বাধেদিলো ।
অঙ্গে অঙ্গে দিলো বিন্দু কুঙ্কুম কস্তুরী ।
কণ্ডালা শ্রীআ'তে দিলো মোহন বাশরী ।

২৪। নন্দরাণী : বাছারে ও যশোদার পরাণ-রতন !
কতো ভাগ্যফলে পাছু অঞ্চলর ধন ।
রাখুরাল যোগ্যবেশে তোরে হাজাদিলু ।
অঙ্গে অঙ্গে তোর নানা আভরণ দিলু ।
এ বেশে তি আকবার নাচ নীলমণি ;
দিয়ো আত্ত বুজে দিতৌ ক্ষীর-সর-ননী ।

২৫। নাচনে পরাণ মোর নীলমণি ধন !
চেইঙ আহিগি বুজে মধুর নর্তন ।
(দিলু) কণ্ডালা চরণে হুনার নুপুর
কণ্ডালা শ্রীআতে ঝনঝনি ।
ময়ূর পাখর চূড়া বাধেদিলু,
কাকালিত দিলু কিঙকিনি ।
মৃদঙ্গর তালে তালে নাচ নীলমণি ।
আ'ত দিয়োহানি বুজে দিঙ ক্ষীর-ননী ।
ধিন তেইনতা খিতা ধেইনতা,
তালে তালে নাচ চেইকত্তা ।
তাতা তেইনতা খিতা ধেনইনতা
ঝন ঝন ঝন ঝনতাতা ।
মন্দিরার তালে তালে রুণু ঝুমু দিয়া

ঠইগো বুজাতা মোর নাচিয়া নাচিয়া ।

২৬। ঝন ঝন ঝন নাচেরতা চেই
নীলমণি মোর পরাণ-রতন ।
আনন্দে বুজিয়া বাহিয়া যারগা
আজি চেই মোর নন্দ-ভবন ।
চারিয় বারাদে ব্রজ গোপিকাই
মন্দিরা-তালে ধরতারা তাল ।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ রচিত চরণে
থম থম থম নাচের গোপাল
রাতুল চরণে কাকেয়ে কাকেয়ে
(যেন) রাঙা থামপাল জড়িয়া পাড়ের ।
ছনার নুপুর ছনার ঘুঙুর
রুণু ঝুনু ঝনু মধুর রহের ।
বনমালা বুকে, কাণে কুণ্ডল,
কাকালিত পীত বসন ছলের
ময়ূর-পাখর চূড়া ঝলমল,
কিনি কিনি কিনি কিঙ্কিনি রহের ।

২৭। নাচেরতা চেই নন্দর ছুলাল,
কাকেয়ে কাকেয়ে দিয়া দিয়া তাল ।
কণ্ডালা চরণে ছনার নুপুর
রুণু ঝুনু ঝুনু রহের মধুর ।
থমকে থমকে অঙ্গভঙ্গি দিয়া,
যশোমতী পানে ফিরে ফিরে চেয়া,
পরাণ নেরগা হরিয়া ।
মালতীর মালা ছলেরহে গলে ;
চন্দনর বিন্দু শোভের কপালে ।
ময়ূরর পাখ শিরে ঝলমল,

মণির চঞ্চল মকর কুণ্ডল
গণ্ডস্থলে ঝলমলিয়া।

২৮। রুণুরু ঝুনুরু ঝুনু ঝুনুক রহের।
থম থম থম থমকে থমকে
গোপাল নাচের।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ রেখা
রাঙাপদে আছে লেখা।
কাকেয়ে কাকেয়ে রাঙা থামপাল
জড়িয়া পড়ের।

২৯। গোপালে নাচের;
দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি মৃদঙ্গ বাজের।
ধরিয়া মোহন বেণু নবনী-মাখন
ইমাপানে চেয়া চেয়া করের নর্ত্তন।
মৃদু মৃদু মুকছিলো অমৃত ঢালিয়া
পুরার ইমার আশা হৃদিগো বুজেয়া।

৩০। মা ওমা বুলিয়া (চান) বদন তুলিয়া
নবীন কোকিলে যেন ইমারে ডাহের।
'ননীদে ননীদে ও মাও দে' বুলে
(ইমার) অঞ্চলে ধরে ধরে সঘনে মাতের।
আ'তে লয়া ননী, মোহন শ্রীবেণু
নাচিয়া ইমার চেই পরাণ হরের।

৩১। নাচেরতা নন্দলাল যশোদার পঞ্চপ্রাণ।
নাচিয়া নাচিয়া চেই হরের ইমার প্রাণ।
তালে তালে তাল দিয়া নাচেরতা নীলমণি।
যতই নাচের, ইমা দিরী মাখন-নবনী।
রাঙা রাঙা দিয়ো পদে চেই হুনার নূপুর
রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু কতি রহের মধুর।

৩২। নাচ বাছা নন্দলাল যশোদার পঞ্চপ্রাণ।
নাচিয়া শীতল কর ইমার তৃষিত প্রাণ।
তালে তালে নাচ বাছা পরাণর নীলমণি !
দিয়ো আ'ত বুজে দিও মাখন-সর-নবনী।
হুনার এ ঝনঝনি দিলু, আর গেনডুরা।
খেলেয়োগা গোষ্ঠমাজে হাবি গোপালে মিলিয়া।

৩৩। আই বাবা বলরাম, মুঙে উবা অয়া।
গোষ্ঠে দিলু নীলমণি তোর মুখ চেয়া।
গোষ্ঠত যানার আগে দিয়োগি গোপালে
হাবি রাখালর লগে নাচো তালে তালে।

৩৪। নাচতারা তালে তালে গোপালে মিলিয়া,
যশোদা-রোহিণী-মুঙে রামকৃষ্ণ নিয়া।
আগোরে আগোই চেয়া মধুর আ'হিয়া,
রুণু ঝুনু ঝুনু রৌরে আনন্দে বুজিয়া।
ঝিনিতা ঝিনিতা ঝিনি বাজের মৃদঙ্গ।
তালে তালে চেই কতি অঙ্গর বিভঙ্গ।

৩৫। নন্দপুরে নাচতারা আজি দিয়ো ভাই—
যশোদা-রোহিণী-মুঙে— কানাই বলাই।
আ'তে ধরাধরি দিয়া, মধুর আ'হিয়া,
ক্ষণে ক্ষণে ফিরে ফিরে ইমা পানে চেয়া।
লম্ফ ঝম্ফ দিয়া চেই নাচের বলাই;
মৃদু মৃদু পদে লগে অছেতা কানাই।

৩৬। যারগা পরাণ মোর আজি গোষ্ঠে বনে,
বাছারে করিয়ো রক্ষা যত দেবগণে।
দশদিকে রক্ষা করো দশ দিকপালে।

করিছ নৃসিংহ রক্ষা বিপদর কালে ।
লোকপাল ব্রহ্মাদেব, দেব দিনমণি
শঙ্কর-শঙ্করী, আর দেব চক্রপাণি ।
হাবিরাঙ বাছা মোর কৈলু সমর্পণ,
বিপদে রাখিয়ো তারে— মোর নিবেদন ।

৩৭। সূত্রধারী : এতা বুলে রক্ষামন্ত্রে অঙ্গ লেপেদিলো,
বাম আ'তে আঙুলিত দন্তাঘাত কৈলো ।
শ্রীবদনে গোপালর করিয়া চুম্বন,
রাখালর আ'তে ইমা কৈলো সমর্পণ ।

৩৮। নেইগা বলাই, শ্রীদাম, সুদাম !
গোপালরে মোর গোচারণে ।
মোর পঞ্চপ্রাণ দিলু তুমারাঙ;
নানিয়োগা তারে দূরবনে ।
ক্ষীর-সর-ননী লগে বাধেদিলু;
খোৱেয়ো বাছারে ক্ষণে ক্ষণে ।
আপদে বিপদে যতনে রাখিয়ো;
আনেদিয়ো বেলী-অবসানে ।
পঞ্চপ্রাণ মোর দিয়া তুমারাঙ;
থাইলু মি চেয়া পথপানে ।

৩৯। (মোর) নীলমণি-ধন যতনে রাখিয়ো ।
(মোর) পরাণ-পরাণ (হাবিয়ে) বেড়িয়া থদ্দিয়ো ।
আগেদে নাদিয়ো, পিছেদে নাথয়ো,
(হাবিয়ে) চঞ্চল বাছারে বেড়িয়া রাখিয়ো ।
বেলী-তাপে তারে ছেয়াত বহেয়ো ।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কালে নবনী খোৱেয়ো ।

ধেনু দূরি ঐলে তারে না পেঠেয়ো ।
বেলী-অবসানে ঘরে আনেদিয়ো ।

৪০। (হুনো) শ্রীদাম, সুদাম, বলাই, সুবল,
বসুদাম আর ও মধু মঙ্গল !
মোর পঞ্চপ্রাণ দিলু তুমারাঙ;
গোপাল হাবিয়ে মিলে তারে রক্ষা করিয়ো ।
পথ চেয়া চেয়া থাইলু বাছেয়া;
বেলী-অবসানে বারো মোর কোলে আনিয়ো ।

৪১। চেয়া থাইলু তুমার পথ পানে—
গোপাল যারগা মোর গোচারণ ।
না যিছগা বাছা মোর দূরি অয়া;
হুনিঙ বাশীর রব ঘরে থায়া ।
চাতা থাইলু শূন্য নন্দপুরে;
আহিছ ইমার উরে তুরা করে ।

গোষ্ঠত যাত্রা

১। আনন্দে বুজিল আজি নন্দর ভবন ।
হাবি দুঃখ দূরি ঐল পেয়া কৃষ্ণধন ।
ধেনুলো যিকগা আজি গিরি গোবর্ধনে ।
খেলিকগা গোষ্ঠ-খেলা রামকৃষ্ণ-সনে ।

২। আনন্দে আনন্দে চলো গিরি গোবর্ধন ।
কৃষ্ণসঙ্গ পেয়া আজি সফল জীবন ।
নন্দর নন্দন কানু যদি সঙ্গে থার,
আনন্দর সীমা নেই গোপাল আমার ।

৩। নন্দর নন্দন গোপালর লগে
যারগা গোধন লয়া—

নাচিয়া নাচিয়া মুরলী বাজেয়া
মধুর মুকছি দিয়া।
রাখালর মাজে কানু নন্দলাল
সুবলর গলে ধরে,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিলো বন-পথে পথে
যারগাহে ধীরে ধীরে।

গোষ্ঠত খেলা

১। মুনি ঋষি কতো যোগী
নাপাছিহে ধ্যানে যারে,
কুন ভাগ্যফলে আমি
সঙ্গে আজি পাছি তারে!
কতো পুণ্যফলে আমি
খেলিয়ার তার সনে।
আনন্দে বুজিয়া প্রাণ
নাচিয়ার বনে বনে।

২। আনন্দে আনন্দে আজি
গিরিরাজ গোবর্ধনে
গেণ্ডুরা খেলিক আজি
কানাই বলাই সনে।
রাখালে দ্বিপক্ষ অয়া
খেলিক মনর সুখে;
এক পক্ষে শ্যাম কানু
বলরাম আর পক্ষে।

৩। কানাই বলাই চেই আনন্দে মাতিয়া
খেলতারা গেনডুরা নাচিয়া নাচিয়া।

রুণ্ ঝ্নু রুণ্ ঝ্নু নুপূর বাজের।
ময়ূর পাখর চুড়া শিরে চমকের।
লম্ফে ঝম্ফে খেলতারা উড়েয়া উড়েয়া—
মৃহু মৃহু আ'হে আ'হে ধরিয়া ধরিয়া।
বলরামে চেয়া চেয়া দ্রুত উড়াদিলো;
চমকিত শ্যাম কানু ধরে মুরারলো।
'বলাই দাদার জয়' বুলে কতো সুখে
দিলা জয় জয় ধ্বনি বলরাম পক্ষে।
আচম্বিতে শ্যাম কানু দিলোতা উড়েয়া,
বলরামে চমকিত ধরে মুরারিয়া।
'আমার কানুর জয়' বুলে কতো সুখে
দিলা জয় জয় ধ্বনি কানাইর পক্ষে।

[এতার পিছে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক ক্রমান্বয়ে বকাসুর-বধ বারো অঘাসুর-বধ]

৪। বেলী-অবসান-কাল দোহিয়া শ্রীকানু
বাজার অধরে থয়া মোহন শ্রীবেণু।
দূরবনে যেতা যেতা গোধন আছিলা,
ছুনিয়া বেণুর ডাক হাবিয়ো আহিলা
হাম্বা হাম্বা রবে ধেনু পুচ্ছ ছুলা ছুলা,
সারি সারি অয়া নন্দ- পুরেদে সালৈলা।

৫। হাম্বা হাম্বা রবে ধেনু বৎস লগে লয়া
নন্দপুরে যিতারাগা সারি সারি অ'য়া।
আগে আগে ধেনুপাল, পিছেদে রাখাল,
রাখালর মাজে চেই শ্রীনন্দ দুলাল।
নুপুরর তালে তালে বাশীগো রহেয়া
লম্ফ ঝম্ফ দিয়া কানু যারগা নাচিয়া।

গোপাল আরতি

জয় গোপাল মূরতি ।
আরতি করিরী সুখে ইমা যশোমতী ॥
শঙ্খ ঘন্টা বীণা বেণু আর করতাল ।
মধুর মৃদঙ্গ-ধ্বনি কতিয়ো রসাল ॥
নন্দ-উপনন্দ প্রেমে সজল-নয়ন ।
ব্রজবাসী অছি কতি আনন্দে মগন ॥
গোপালে দিতারা তাল করতালি দিয়া ।
নাচতারা ব্রজনারী রূপ চেয়া চেয়া ।
চামর-ব্যজন দিরী রোহিণী-সুন্দরী ।
আনন্দে বিভোর আজি অ'ছে নন্দপুরী ॥

নারদ বারো গোদোহন-লীলা

[এ লীলা এহান পুরাণ-সম্মতহান নাগই । তবে গোষ্ঠপূজা মহোৎসবে বৃন্দাবনর মুনি-ঋষিয়ে আয়া রামকৃষ্ণর গোদোহন-লীলা চাছিলা বুলিয়া কুনো কুনো পদাবলীত পেয়ার । এ ঘটনারে খানি পরিবর্তিত করিয়া মণিপুরে 'নারদ-কর্তৃক রামকৃষ্ণর গোদোহন-শিক্ষা' বুলিয়া লীলা আহান রাখুচ্চলে য়োকরতারা । পদাবলী বারো মণিপুরর রীতি—এ দিয়োহানির সংযোজন করিয়া আমি লীলা এহান উপস্থাপিত করলাঙ । এ লীলা এহান নন্দ-মন্দিরে কৃষ্ণ-জাগরণর পিছে এবং ব্রজগোপাল নন্দ-মন্দিরে উপস্থিত অনার আগে দেহুরানি য়াকরের ।]

১। নারদর গীত : মধুর কৃষ্ণর নাম মাতে নিতি শ্রীবদনে ।
মধুর কৃষ্ণর লীলা ভাবে নিতি একমনে ।
ক্ষণিক সংসার-সুখে মজে থায়ে অকারণ,
মধুময় কৃষ্ণপ্রেম না কৈলে তি আস্বাদন ।
ঝাপ দিলে কৃষ্ণরূপ- মাধুরীর পারাবারে,
অ'ইবেহে তি উদাসী অসার মায়া-সংসারে ।

২। নারদ : শুনে ওহে দ্বারপাল ! মি নারদ-ঋষি
রাজার দর্শন-কাজে আছু অভিলাষী ।
রাজার'ও সমাচার দেগা ত্বরা করে;
বাছেয়া থাইলু এরে রাজ-বহির্দ্বারে ।

৩। দ্বারপাল : প্রণাম ঋষিবর !
খানিক বাছাহে ঋষি ! গোচরে রাজার
দিও আপনার এরে শুভ সমাচার ।
(রাজারাও গিয়া)
মহারাজ ! দ্বারদেশে শ্রীনারদ ঋষি
আপনার দর্শনর অ'ছে অভিলাষী ।

৪। নন্দরাজা : অতি সৌভাগ্যর কথা, কই মুনিবর !
আহেদিক মুনিবর আজি পুণ্য ক্ষণে
পদধূলি দিয়াদিক এ মোর ভবনে ।
মাতিক হে মুনিবর ! কিবা সমাচার ;
করতু কিসাদে সেবা আজি আপনার ।

৫। নারদ : কুনো সমাচার মোর নেইহে রাজন্ !
এক মাত্র অভিলাষ করেদে পূরণ ।
শ্রীরামকৃষ্ণর আজি চেয়া গোদোহন !
সার্থক করিও মোর এদিয়ো নয়ন ।

৬। নন্দরাজা : অতি আনন্দর কথা, পূজ্য মুনিবর !
শুন দ্বারপাল ! যাগা রাজ-অন্তঃপুরে ।
সাজেয়া তি রামকৃষ্ণ আন ত্বরা করে ।
মহর্ষি'র অভিলাষ পুরানির সালে
গোদোহন করোকাহে দিয়োগি গোপালে ।

৭। দ্বারপাল : চললু রাজন্ ! যথা আজ্ঞা আপনার ।
(যশোদা, রোহিণী, বারো কৃষ্ণর প্রবেশ বারো গোদোহন)

৮। নন্দরাণী রোহিণী :

রামকৃষ্ণ আজি কর- তারা গোদোহন—
রত্নভাণ্ড আ'তে লয়া আনন্দিত-মন ।
ধবলী শাঙলী ধেনু দোহন করিয়া,
দিতারা মুকছি মুহ ইমা পানে চেয়া ।
ক্ষণেকে পুরিল ভাণ্ড দিয়ো গোপালর ;
আনন্দে মগন ব্রজ- বাসীর অন্তর ।

৯। নারদ :

ধন্য ধন্য মহারাজ, ধন্য যশোমতী-
যার ঘরে কৃষ্ণলীলা অর নিতি নিতি ।
চললু রাজন্ ! আজি ধন্য এ নয়ন ;
কবলু শ্রীকৃষ্ণর নর- লীলা-দরশন ।

— x —

উদূখল-লীলা

কৃষ্ণর জাগরণ, ননীভোজন বারো নর্ত্তন

১। বেলী নিকুলিল……ইত্যাদি—দ্রষ্টব্য : রাখুরাল, নন্দভবন ২
২। উঠে বাছা নীলমণি ইত্যাদি— " " " ৩
৩। দে দে ওমা নন্দরাণী ইত্যাদি— " " " ৪
৪। খাও বাছা মোর ইত্যাদি— " " " ৫
৫। নাচনে পরাণ মোর ইত্যাদি— " " " ২৫
৬। ঝন ঝন ঝন ইত্যাদি— " " " ২৬
৭। নাচেরতা চেই ইত্যাদি— " " " ২৭
৮। রুণুরু ঝুনুরু ঝুনু ইত্যাদি— " " " ২৮
৯। গোপালে নাচের ইত্যাদি— " " " ২৯
১০। মা ও মা বুলিয়া ইত্যাদি— " " " ৩০
১১। নাচেরতা নন্দলাল ইত্যাদি— " " " ৩১

১২। নন্দরাণী :

নাচ বাছা নন্দলাল যশোদার পঞ্চপ্রাণ
নাচিয়া শীতল কর ইমার তৃষ্ণিত প্রাণ।
তালে তালে নাচ বাছা পরাণর নীলমণি ;
দিয়ো আ'ত বুজে দিও মাখন সর নবনী।
হুনার এ ঝনঝনি দিলু আর গেনড়ুরা ;
খেলা তি অঙ্গন-মাজে গোপাল-লগে মিলিয়া।

গর্গ-ঋষি : রাম-কৃষ্ণর নামকরণ

১। গর্গ : মধুর কৃষ্ণর নাম ইত্যাদি-দ্রষ্টব্য : রাখুরাল, গোদোহন-লীলা ১

২। হুনে ওহে দ্বারপাল ! এ মি গর্গ-ঋষি
রাজার দর্শন কাজে অ'ছু অভিলাষী।
রাজারাঙ সমাচার দেগা ত্বরা করে ;

বাহেয়া থাইলু এরে রাজ-বহির্দ্বারে ।

৩। দ্বাৰপাল : প্রণাম ঋষিবর ।
খানিক বাছাহে, ঋষি ! এরে সমাচার
দিওগাহে অন্তঃপুরে গোচরে রাজার ।
(রাজার প্রতি)
মহারাজ ! দ্বারদেশে গর্গ মহাঋষি
আপনার দর্শনর অ'ছে অভিলাষী ।

৪। নন্দরাজা : অতি সৌভাগ্যর কথা ! কই ঋষিবর !
আহেদিক মুনিবর ! আজি পুণ্যক্ষণে
পদধুলি দিয়াদিক এ মোর ভবনে ।
আজি করেদিক মোর দিয়ো সন্তানর
নামকরণ-কর্ম ওহে ঋষিবর !

৫। গর্গ : কথাহান হবা, কিন্তু হুন নৃপবর !
কুল পুরোহিত আছু মি বসুদেবর ।
মি এ কর্ম করেদিলে কংস নিশাচরে
আক্রোশ করতৈ দিয়ো শিশুর উপরে ।

৬। নন্দ : চিন্তা নেই, মহা ঋষি ! অতি সঙ্গোপনে
কর্মহান করেদিক গোষ্ঠর ভবনে ।

৭। গর্গ : অতি উত্তম কথা ।
[গর্গ বারো নন্দরাণীয়ে গিয়া শৌগিলো ফিরিয়া আহিলা]
রোহিণীর এ নন্দন অতি বলবান,
আত্মীয়-জনর এগো আনন্দ-নিদান ।
উহানে মি তার নাম থৈলু 'বলরাম' ;
আরাক আহান বারো 'সঙ্কর্ষণ' নাম ।
যশোদা-নন্দন এরে ভিন্ন ভিন্ন যুগে
শুক্ল-রক্ত-পীত বর্ণ ধরেছিল আগে ।
এবাকা তা কৃষ্ণবর্ণ ধরেছে কারণে

'কৃষ্ণ' বুলে সুবিখ্যাত অ'ক তা ভুবনে ;
কৃষ্ণর অসংখ্য নাম, অতুল্য তা গুণে ;
স্মরণ থইছ রাজা! এ কথা তি মনে।

৮। নন্দ ঃ প্রণাম হে ঋষিবর! আজি দয়া করে
আশীর্বাদ দিয়াদিক শিশু দিয়োগোরে।

৯। গর্গ ঃ মোর পূর্ণ আশীর্বাদ
আছে তোর সন্তানর কাজে।

— × —

গোপালর লগে ক্রীড়া

১। গোপাল ঃ আহো হাবি নন্দর ভবনে ;
আনিকগা কানাইরে খেলার কারণে।
কানাই আমার প্রাণ হৃদয়র ধন ;
কানাই নাহিলে না'র আমার খেলন।

২। আহোহে নন্দর ভবনে ;
কানাইরে আনিকগা খেলার কারণে।
গেনডুবা খেলেইকগা যমুনার পারে ;
বৃন্দাবন-বনফুলে হাজেয়া কানুরে।

৩। ও কানাই ভাই !
খেলাত যানার সময় যারগা ;
ত্বরা করে তিহে আয়।

৪। (কানাই) কতিয়ো গরব কররতাথাও !
তি ঘরে বহিয়া থানা !
নিককা নিককা খেলানির কালে
তোর ডাহে ডাহে নেনা !
তোর সাদে ইমা নেইতা আমার,
আমি বানা নাপাছিতা !

এবাকা পেয়াউ উরাকে ইমার
কুণ্ডগো বহে আছিতা।
ত্বরা করে আয় ঘিকগা খেলাত;
হাবিয়ে আছি বাছেয়া।
বেলীয়ো কাইল, সখা হাবি চাতা
আছি তোরে চেয়া চেয়া।

৫। কানাই: সাজাদে সাজাদে ইমা! ঘিংগা মি খেলাত;
গোপাল হাবিয়ে মোরে আহেছি নেনাত।
শ্রীদাম সুদাম বারো দাদা বলরাম
মধুমঙ্গল সুবল আর বসুদাম
হাবিয়ে বাছেয়া আছি মোর বেদে চেয়া;
অনুমতি মোরে ইমা দে দয়া করিয়া

৬। সুত্রধারী: প্রেমে গদ গদ ইমা গোপালরে লয়া
বেশ হাজাদিরী চান্দ- মুখ চেয়া চেয়া।
কটিত কিঙ্কিনি দিলো, নূপুর চরণ;
শ্রীকণ্ঠে মালতী-মালা, চন্দন বদনে।,
ময়ূর-পাখর চূড়া অতি ঝলমল—
যতন করিয়া ইমা শিরে বাধেদিলো।
অঙ্গে অঙ্গে দিলো বিন্দু কুঙ্কুম-কস্তুরী।
কণ্ডালা শ্রীআ'তে দিলো মোহন-বাশরী।

৭। নন্দরাণী: আই বাবা বলরাম! দিয়োগি গোপালে
হাবি গোপালর লগে নাচো তালে তালে।

৮। নাচতারা তালে ইত্যাদি—দ্র: রাখুরাল, নন্দভবন, ৩৪

৯। নন্দপুরে নাচতারা ইত্যাদি— ,, ,, ,, ৩৫

১০। গোপাল: আনন্দে বুজিল আজি নন্দর ভবন;
হাবি দুঃখ দূরি ঐল পেয়া কৃষ্ণধন।

আনন্দে আনন্দে আজি যমুনা-পুলিনে
গেণ্ডুবা খেলিক আমি রামকৃষ্ণ সনে
১৪। আনন্দে আনন্দে আজি করিক খেলন ;
রামকৃষ্ণ সঙ্গ পেয়া সফল জীবন।
নন্দর নন্দন কানু যদি সঙ্গে থার,
আনন্দর সীমা নেই গোপাল আমার।

১৫। মুনি ঋষি ইত্যাদি – দ্রষ্টব্য : রাখুয়াল, গোষ্ঠত খেলা, ১
ব্রজঘরে ননীচুরি –

১। ব্রজমাই : (হরি) কত্তি আনন্দে আনন্দে গেয়া হরিগুণ
করতারা ব্রজনারী দধির মন্থন।
চারিবেদে গোকুলর যত ব্রজনারী
করতারাহে মন্থন অ'য়া সারি সারি।
ননীচুরি কাজে কানু নন্দর নন্দনে
করের মন্ত্রণা নানা গোপালর সনে।
ননীচুরি করে করে ভাণ্ড ভাগে দিয়া
পলেয়া সখার লগে খারগা বাটিয়া।

২। ব্রজবাসী : (কৃষ্ণরে ধরিয়া 'চরগো' বুলিয়া তিরস্কার করানি) *

৩। কৃষ্ণ : এহে ব্রজবাসী! আজি ক্ষমা করো মোরে ;
আহেছু মি নাবুজিয়া তুমার এ ঘরে।

৪। ব্রজবাসী : (কৃষ্ণরে 'এসাদে না চরকরিছ' বুলিয়া এরেদেনা)

৫। ব্রজমাই : যাগা যাগা দুষ্ট কানু! নাকরি আর চাতুরি ;
ব্রজঘরে ননীচুরি এসাদে আর নাকরি।
রাজার পুতক অ'য়া লাজো কিতা তেই তোর!
গোয়ালর ঘরে ননী – চরর কাজে আহর!

৬। ব্রজবাসী : ('এখুর্‌ম ধরলেত্তে না এরাদিতাঙাই' বুলিয়া মাতানি)

---

* ব্রজবাসীর হাবি বক্তব্যর দিগ্‌দর্শন মাত্র দিয়া থ'দিলাঙ ; তদনুযায়ী ব্রজবাসীয়ে অভিনয়-কালে নিজর ভাষালো বক্তব্য থকা।

৭। ব্রজমাই : (হরি) কতি আনন্দে আনন্দে গেয়া হরি গুণ – ইত্যাদি

৮। ব্রজবাসী : (কৃষ্ণরে ধরিয়া নন্দরাণীরাঙ গিয়া নালিশ করানির প্রস্তাব দেনা)

৯। ব্রজমাই : আহো আহো ব্রজনারী ! গিয়া-নন্দপুরে
মাতিক হাবিতা কথা যশোদা গোচরে ।

(যশোদার প্রতি)

১০। ব্রজবাসী : (কানাইরে বাহিয়া থনারকা অনুরোধ করানি)

১১। ব্রজমাই : রাণী ! রাখ গোপালরে তোর ;
নিতি নিতি ব্রজপুরে ননীচুরি অ'র ।
ননী চুরি করে করে যারগা পলেয়া ;
দূরিত মুকছি দিয়া থার উবা অ'য়া ।

১২। নন্দরাণী : হুনো হুনো ব্রজনারী ! মোর নিবেদন—
অতীব চঞ্চল মোর নীলমণি ধন ।
করতৌ শাসন তারে সাবধান করে ;
যেইগা নিশ্চিন্ত অ'য়া নিজ নিজ ঘরে ।
(কৃষ্ণর প্রতি) নীলমণি, মোর পরাণ রতন !
এসাদে পরর ঘরে নাদিহে যাতন ।
যেতা চার উতা দিতৌ হুনে বাছা মোর—
আছেহে মাখন দধি ক্ষীর ননী সর ।

১৩। ব্রজমাই : (হরি) কতি আনন্দে গেয়া হরিগুণ .... ইত্যাদি

১৪। (ননী চরকরাত আহেছে কৃষ্ণরে ধরিয়া)
যাগা যাগা হে কানাই ! যাগা ত্বরা করে–
নাকরিছ এসাদে চুরি ব্রজবাসী-ঘরে ।
পেইলে লাগাল তোরে পুরুষে আহিয়া
শাস্তি দিবা ভালোমতে তোরেহে বাধিয়া ।

(ব্রজবাসীয়ে আয়া কৃষ্ণরে ধরলা)

১৫। ব্রজবাসী : (কৃষ্ণরে ধরিয়া বা-রো যশোদারাঙ নেনার প্রস্তাব দেনা)

১৬। ব্রজমাই : ওহে ব্রজনারী ! বারো চলো নন্দপুরে—
মাতিক কানুর কথা যশোদা গোচরে।

(যশোদার প্রতি)

১৭। ব্রজবাসী : (কানাইরে বাধিয়া থনারকা অনুরোধ করানি)

১৮। ব্রজমাই : রাণী ! থ গোপাল বাধিয়া ;
নাইলে যিকগা আমি গোকুল বেলেয়া।
শিকার নবনী খার চুপে চুপে গিয়া ;
যারগা প'লেয়া পিছে ভাগু ভাগে দিয়া।

১৯। নন্দরানী তোর চঞ্চলতা বাছা ! নাগেলগাতা কিয়া ?
কিয়া ননী খারগা তি ব্রজঘরে গিয়া ;
থহে তি ইমার কথা থাক ঘরে বয়া ;
আর মোরে দুঃখ নাদি এসাদে করিয়া।

(ব্রজমাইর প্রতি)

আজি মোরে করো ক্ষমা শুনো ব্রজাঙ্গনা !
তুমারে কালিতো আর নাদিব যাতনা।

২০। ব্রজমাই : (হরি) কতি আনন্দে, আনন্দে, গেয়া হরি গুণ ইত্যাদি

২১। ব্রজবাসী : (কৃষ্ণরে ধরিয়া 'এগোরে কিহান করানি ; ছুপ তারে
আটকানি নুয়ারিলাঙ' বুলিয়া আলোচনা করানি)

২২। কৃষ্ণ এরেদেই মোরে আজি ব্রজবাসীগণ !
তুমি মোর মাতাপিতা, তুমি প্রিয়জন।
মোরে মুক্তি দিলে, নেই তুমার বন্ধন ;
অন্তকালে পেইতারাই গোবিন্দ-চরণ।

২৩। ব্রজবাসী : ('এগো সাধারণ শোগো নাগই; শাস্তি দেনাত গেলাঙ-
গাকো পুরি তারে দেখবাঙতাই মন এতা গলে

পড়েরগা । এগো দৌ আগো জরম অ'ছেহাগো পাউরি ।'—বুলিয়া কানাইরাঙ ক্ষমা চেয়া তারে এরেদেনা)

যশোদা মন্দিরে ননী চুরি বারো উদূখলে বন্ধন

১। **সূত্রধারী :** মন্থন করিরী দধি ইমা নন্দরাণী—
মনে মনে ভাবে ভাবে প্রাণ-নীলমণি ।

২। **কৃষ্ণ:** লাগেছে দারুণ ক্ষুধা হুন ইমা ! মোরে
তোর দুগ্ধামৃত ফুটি দেনে ত্বরা করে ।

৩। **নন্দরানী** খানি বাছা মণি মোর ! এপেই বহিয়া ।
আহেছু জিগোর গজে দুগ্ধ মি বহেয়া
আহিঙ লামেয়া উতা মিহে ত্বরা করে ;
শান্ত অয়া অঙ্গনে তি খানি বাছা মোরে ।

অথবা ❋

খানি বাছা প্রাণধন— মোর নীলমণি ।
সালছু মি আমানিত যমুনার পানি ।
যমুনাতো আয়া তোরে দিতৌ দুগ্ধননী ;
শান্ত অ'য়া অঙ্গনে তি বয়া বাছা খামি ।

[যশোদা-রোহিণীর প্রস্থান । কৃষ্ণই ক্রোধে ননী খেয়া দধিভাণ্ড ভাগে দিলো । উতার পিছে উদূখলে (গাদালিত) কায়া শিকার ননী খেয়া খেয়া বানররে বিলার । ঐ সময়ত যশোদা রোহিণীর প্রবেশ)

৪। **নন্দরাণী :** (ভাগা ভাণ্ড দেহিয়া আ'হে আ'হে—)
অভিমানী বাছা মোর আক্রোশ করিয়া
দধিভাণ্ড ভাগে দেছে ননী হাবি খেয়া ।

কুম্বেদে বা বাছা মোর আছেগা লুকেয়া—
মোর ডরে দূরে কিবা গেছেগা পলেয়া !
(কৃষ্ণরে দেহিয়া)
অ'ছেহে চঞ্চল অতি মোর নীলমণি ;

❋ এপেই প্রথম বিকল্প উহান ভাগবত-পুরাণর মতহান ; দ্বিতীয় উহান ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণরহান ।

তারে আজি করুরী মি শাসন আহানি ।
(বারি আগোলো চুপি চুপি যশোদাই কৃষ্ণর পিঠিয়েদে
যেইরীগা । তেইরে দেহিয়া কৃষ্ণর পলায়ন ।)
না খাব্দি না খাব্দি বাছা, বাছা খানি করে ;
আজি দিনে তোরে শিক্ষা দিতৌ হবা করে ।
(যশোদাই কৃষ্ণরে ধরলো)

৫। কৃষ্ণ : না কিলেই মোরে ইমা ! দোষ নেই মোর ;
নবী খেইলুতা অ'য়া ক্ষুধায় কাতর ।
আর ননী নাখেইতৌ, না কিলেই মোরে ;
মাগিয়া খেইতৌ গিয়া ব্রজবাসি-ঘরে ।

৬। নন্দরাণী : নীলমণি বাছা ! তোর চান্দ মুখ চেয়া
ঢলিয়া পড়ুরি স্নেহে বিগলিত ইয়া ।
তথাপি চঞ্চল তোর শাসনর সালে
বাধিয়া থইতৌ আজি এরে উদূখলে !
(রোহিণীর প্রতি)
হে রোহিণী ! ধেনু-রজ্জু দেতা খানি মোরে ;
বাধিয়া মি দিতৌ শিক্ষা আজি গোপালরে ।

৭। কৃষ্ণ : না বাধি না বাধি ইমা ! দুঃখ নাদি মোরে ;
আর ননী নাখেইতৌ ইমা তোর ঘরে ।

৮। নন্দরাণী (কৃষ্ণরে বাধানির চেষ্টা করিরী ।
এ রজ্জুরে থুঙ নার ; হুনতা রোহিণী !
আরাক আগাছ রজ্জু মোরে দেতা খানি ।
আচানক লীলা হুনে, ও দেবী রোহিণী !
নীলমণিরে নারুরি বন্ধন করানি ।
বন্ধনর যত রজ্জু আনে জুড়া দিলু,
তথাপি কাকালি তার বেড়ানি নারলু

৯। সূত্রধারী : দেহিয়া দারুণ দুঃখ ইমা যশোদার

লীলাময় হরি কৈলো বন্ধন স্বীকার।
উদূখলে গোপালরে করিয়া বন্ধন
অন্দরে গেলাগা রাণী। বিষন্ন-বদন।

১০। কৃষ্ণ : যাউরিগা মি গোকুল বেলিয়া।
খাছু বুলে ননী খানি
এ শাস্তি তি দিলে রাণী!
এ সাদে করেছি কারে চা ব্রজ বুলিয়া!
যমুনা ললিয়া গিয়া,
পর-ঘরে মি যাচিয়া,
পরর ইমারে 'ইমা' থাইতো ডাহিয়া।
(উদূখলর ধাক্কা লাগিয়া অর্জুনবৃক্ষ দ্বিজার ভাগিয়া পড়িল। উজারিত্ত দিব্য মূর্ত্তি হুগো—নলকূবর বারো মণিগ্রীব—নিকুলিয়া কৃষ্ণরে স্তুতি করানি অ'করলা—)

১১। যশোদা-নন্দন, পতিত্ত-পাবন
নারায়ণ বংশীধারী
দয়ার সাগর, গতি জগতর,
ভক্তবৎসল হরি।
নিজ-কর্মদোষে আছি বৃক্ষবেশে
অভিশাপে নারদর।
ঐলাঙ উদ্ধার আজি, এ অপার
করুণা পেয়াহে তোর।
এ নলকূবর মণিগ্রীবে তোর
কৃপালো মুক্তি পেয়া
যিয়ারগা পুনর পুরে কুবেরর
চরণে প্রণাম দিয়া।

১২। নন্দরাণী : (ধাব্দে ধাব্দে আইলী।)
আহা নীলমণি মোর পরাণ-রতন।

শাস্তি দিলু তোরে বাছা আজি অকারণ ।
নাপড়িল বৃক্ষ গজে মোর ভাগ্যফলে ;
আয় বাছা ত্বরা করে— আয় মোর কোলে।

১৩। আয় আয় বাছা, মোর নীলমণি-ধন !
ভাগ্যবতী যশোদার পরাণ-রতন !
আয়হে উরকে মোর হৃদয়র ধন !
প্রাণ বুজে দিঙ তোর বদনে চুম্বন ।
(গাপাল হাবি ধাবদে আহিলা ; পিছে পিছে নন্দর ধীরে ধীরে প্রবেশ)

১৪। গোপাল : হুন আচানক কথা, ইমা নন্দরাণী।
তোর গোপালর গুণ কুংগো না জানি !
তার উদূখলে, ইমা ! আঘাত লাগিয়া
গাছ দিয়োজার এরে পড়িল ভাগিয়া ।
ঔ গাছেত্ত দিব্যমূর্ত্তি দুগো নিকুলিয়া
গেলাগা উড়িয়া গজে তারে হমাদিয়া ।

১৫। নন্দ : হুনে রাণী যশোমতী! কথাহান মোর—
না জানছ কিবা গুণ তোর গোপালর।
হাবি জগতর গতি; জীবন-জীবন—
ভাগ্যফলে পাছি আমি নীলমণি-ধন ।
লীলাচ্ছলে বৃন্দাবনে অ'ছে:অবতার ;
মহিমা বুজানি তার শক্তি আছে কার!
ভাগ্যবতী রাণী ! তিহে না করি প্রমাদ
লীলাময় ঈশ্বরর এ লীলা খেলাত।

কৃষ্ণ-ফলাহারী-লীলা

১। ফলাহারী : হুনো যত ব্রজবাসী আছো এ নগরে—
ফল বিক্রী করুরী মি ব্রজ ঘরে ঘরে ।

ফল বিক্রী করে গৃহ করুরী পালন ;
ফল লয়া নেয়ে আয়া ব্রজবাসিজন !
আপেল আঙ্গুর আম্র আর নারিকল
খেজুর কদলী আদি আছে নানা ফল ।

২। শ্রীকৃষ্ণ ঃ হুনে ফল বিক্রেয়িণী ! ফল দেনে মোরে ,
অঞ্জলি আহান ধান দিউরি মি তোরে ।

৩। ফলাহারী ঃ আহা কতি অপরূপ বাছার বদন ।
নীলুরা মেঘর সাদে দেহর বরণ ।
থল থল অঙ্গ অ'ছে নবনী-কোমল ।
ময়ূর পাখর চূড়া অ'ছে ঝলমল ।
মৃদু সুমধুর হাসি কমল বদনে ।
রুণ্ ঝুনুরু নূপুর কঙালা চরণে ।

৪। আয় বাছা ! নেগা নেগা পরাণর মণি !
দিলু ফল বুজে তোর অঞ্জলি দ্যহানি ।
হৃদিগো বুজিল মোর হে পরাণ-ধন !
চেয়া চেয়া তোর নীল কমল-বদন !

৫। একি অপরূপ লীলা ঐল আজিদিনে—
ফলভাণ্ড বুজে আছে নানা রত্নধনে !

৬। বাছা মোর পরাণ-রতন !
নবঘন শ্যাম শ্রীনন্দ-নন্দন !
অভাগিনী-সনে খেলিয়া কি মায়া,
গেলেগা বেলেয়া রূপ না দেহেয়া ।
নয়ান/আহিগো বুজিয়া মুখ না চেইলু ;
পরাণ বাছারে কিয়া এরাদিলু !
কিসাদে ফিরিয়া যিতুগা মি ঘরে !
থাইল পরাণ শ্রীনন্দর পুরে ।

৭। গোপাল-আরতি..............................দ্রষ্ঠব্য 'রাখুরাল' ।

অনুশীলনী

কুন এলাত কুন প্রচলিত এলার স্থর অনুশীলন করানি অ'ছে –

দৃশ্য	বারো ক্রমসংখ্যা		অনুশীলিত এলার প্রথম পঙ্ক্তি
(ক) রাখুৱাল			
নন্দভবন :	২	—	বেলা হইল, উঠো বাছাধন
	৩	—	উঠো বাছা নীলমণি
	৫	—	খাও ও বাছা নীলমণি
	৮	—	চলো সবে নন্দালয়ে যাই
	৯	—	আওয়ে নন্দভবনে
	১০	—	ও কানাই ভাই
	১১	—	কানাই কতই 'গরব
	১৩	—	বাছা যায়ো নারে
	১৫	—	সাজাইদেও নন্দরাণী
	১৭	—	শ্রীদাম ডাকিও নারে
	১৯	—	শ্রীদাম যাওহে
	২৩	—	কান্দিয়া কান্দিয়া মায়ে
	২৭	—	নাচোরে নীলমণি
	২৮	—	রুণুরু ঝুনুরু ঝুনু বাজে
	২৯	—	তাতা থেই তাতা থেই
	৩০	—	মাও মাও বলিয়া
	৩১	—	নাচোরে নন্দলাল
	৩২	—	বাছা নাচোরে নাচোরে
	৩৪	—	নাচোরে নন্দলাল
	৩৫	—	ভালে নাচে ছনুভাই
	৩৯	—	নীলমণি রতন-ধন
	৪১	—	চায়া রইলাম আমি

গোষ্ঠত যাত্রা ১ — কি আনন্দে আজি
২ — আনন্দে আনন্দে চলো
৩ — সব শিশুগণ নন্দের ভবনে

গোষ্ঠত খেলা ১ — মুনি-ঋষি-যোগিগণে
২ — রামকৃষ্ণ সনে আজু
৩ — কানাই বলাই গেণ্ডুৱা খেলায়

নাৰদ : গোদোহন-লীলা ১— কেবা মাতা কেবা পিতা
৮ — তাতা থেই তাতা থেই

(খ) উদূখল

গৰ্গ-ঋষি : ৰামকৃষ্ণৰ নামকৰণ কেবা মাতা কেবা পিতা

গোপালৰ লগে ক্ৰীড়া

১ দ্ৰঃ ৰাখুৱাল, নন্দভবন ৮
২ ,, ,, ৯
৩ ,, ,, ১০
৪ ,, ,, ১১
৫ ,, ,, ১২
৬ ,, ,, ২৩
১০ দ্ৰ : ৰাখুৱাল, গোষ্ঠত যাত্ৰা, ১
১১ ,, ,, ,, ,, ২

ব্ৰজঘৰে ননীচুৰী ১ হৰি কি আনন্দেৰে
৫ কানাই ব্ৰজপুৰে ননীচুৰি কৰো না
১১ ৰাণী গোপাল বান্ধিয়া ৰাখ
১৪ কানাই ব্ৰজপুৰে ননীচুৰি কৰো না
১৮ ৰাণী গোপাল বান্ধিয়া ৰাখ

কৃষ্ণ-ফলাহাৰী-লীলা ১ শোনো শোনো নগৰবাসী
৬ চলিলা সুন্দৰী যাবটপুৰী

—×—